শৈলকুপায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর

সাপের কামড়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অপু বিশ্বাস (১৯) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের সেকেন্দার বিশ্বাসের ছেলে এবং শৈলকুপা সিটি কলেজ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

জানাগেছে, গত শুক্রবার রাতে বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল অপু বিশ্বাস। রাত তিনটার দিকে বুঝতে পারে তার আঙ্গুলে জ্বালাপোড়া করছে। বাবাকে ডেকে ঘটনাটি বললে তিনি দেখতে পান আঙ্গুল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। সাথে সাথে গ্রামের ওঝা ফারুক হোসেন ফরুর বাড়িতে শুরু হয় ঝাড়ফুঁকের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে ভোরে অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চলছিল চিকিৎসার প্রস্তুতি। কিন্তু পরিবার চিকিৎসকের ওপর ভরসা না পেয়ে সেখান থেকে পুনরায় ওঝার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাপে দংশিত অপু বিশ্বাস।

সাপে দংশনের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও বাবার ভুল সিদ্ধান্তে এমন মৃত্যুতে অপুর সহপাঠি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অপুর পিতা সেকেন্দার জোয়ার্দ্দার বলেন, রাতে একমাত্র ছেলে অপুর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত তিনটার দিকে অপু ঘুম থেকে উঠে তাকে জানায়, তার আঙ্গুলে কিসে কামড় দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে গ্রামের ওঝা ফারুকের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে ওঝার দেয়া গাছে ছেলে সুস্থতা বোধ করলে তারা বাড়িতে আসেন। ছেলে অপু ঘুমিয়ে পড়লে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিধায় ভোরে ছেলেকে পড়ার জন্য জাগানো হয়। ঘুম থেকে উঠে অপু পুনরায় অসুস্থতা বোধ করলে তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলে পুনরায় তাকে পৌর এলাকার ঋষিপাড়ায় ওঝার বাড়িতে নিলে তার অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। ওঝা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান অপুর বাবা সেকেন্দার বিশ্বাস।

অপুর সহপাঠি রবিন হোসেন বলেন, তারা স্কুলে থেকেই এক সাথে পড়ালেখা করে আসছে। অপু খুবই মেধাবী ছিল ও চঞ্চল প্রকৃতির। সাপের দংশনের পর পরিবারের ভুল চিকিৎসায় তার এমন মৃত্যু তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানান।

অপুর প্রাথমিক ঝাড়ফুঁকের ওঝা ফারুক হোসেন ফরু বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করে আসছেন। অপুর পিতা সেকেন্দার তার ছেলেকে নিয়ে আসেন গতকাল শনিবার ফজরের আযানের আগে। তিনি তাকে গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে সুস্থ হলে বাড়ি চলে যান। এরপর সকাল ৯টার দিকে তিনি জানতে পারেন সাপে দংশিত অপু কুষ্টিয়াতে মারা গেছে। তবে তার চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই বলে ওঝা ফরু দাবি করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গতকাল শনিবার ভোরে ব্রহ্মপুর গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী অপুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তার লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সে সাপে দংশিত। তার চিকিৎসার প্রস্ততি চলাকালে রোগীর স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক পূনরায় ওঝা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে তারা অপুকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানতে পারেন। তার পরামর্শ সাপে দংশন করলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না বলে জানান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ।

শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধ; একটি পরিবারের রাস্তা বন্ধ করেছে প্রতিপক্ষরা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কায়দায় চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে এক পরিবারকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে মানিক

নামে স্থানীয় এক প্রভাবশালী চক্রান্তকারীর বিরুদ্ধে।

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে লোহার তারের বেড়া পুঁতে পরিবারের একমাত্র বের হওয়ার পথই দখল করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মাহমুদা খাতুন শৈলকুপা থানা ও স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে উপজেলার ছোট মৌকুড়ী গ্রামে ভাদু মন্ডলের ছেলে মানিক দলবলসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাহমুদা খাতুনের বসতবাড়ির প্রধান চলাচলের পথে পিলার পুঁতে লোহার তারের বেড়া দিয়ে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেন। এতে পরিবারটি কার্যত গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে।

মাহমুদা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। গ্রামের সালিশও হয়েছিল, কিন্তু মানিক তা মানেনি। নতুন করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মীমাংসার উদ্যোগ চলছিল। তার আগেই আমাদের ভোগদখলকৃত জায়গা ঘিরে ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। বাধা দিতে গেলে অকথ্য গালিগালাজ, মারধর এমনকি প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে।’

ভুক্তভোগী পরিবারটি অভিযোগ করেছে, চলাচলের রাস্তা বন্ধ থাকায় তাদের নিত্যকার কাজকর্ম, স্কুল-কলেজে যাতায়াত, চিকিৎসা সবকিছুই চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ঘটনায় দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মানিকের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান জানান, ‘জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রাস্তা বন্ধ করে পরিবার অবরুদ্ধের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার নাকোইল বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নাকোইল গ্রামের মহিউদ্দিনের সাথে একই গ্রামের শহিদুল ইসলাম ওরফে সুরমান মন্ডলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। রোববার বিকেলে মহিউদ্দিনের সমর্থক মিঠুর সাথে সুরমান মন্ডলের সমর্থক বিপুলের কথা কাটাকাটি হয়। এরই এক পর্যায়ে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আবারো সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার এস আই সম্রাট বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারিতে কয়েকজন আহত হয়েছে। আমরা সংবাদ শুনে সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়েছি। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শৈলকুপায় ট্রাক চাপায় নারীর মৃত্যু, পরিবারের দাবী পরিকল্পিত হত্যা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কানাপুকুরিয়া নামক স্থানে ট্রাক চাপায় বন্যা খাতুন (১৯) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের কানাপুকুরিয়া এলাকায় এ ঘটরা ঘটে। নিহত বন্যা খাতুন উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের পদমদি গ্রামের সোহান আলীর স্ত্রী। তবে বন্যার বাবার বাড়ির লোকজনের দাবী তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা এক ব্যক্তি জানায়, অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মোটরসাইকেলের পেছনে বসে বন্যা খাতুন ঝিনাইদহের দিকে যাচ্ছিলো। তার পেছনে একটি ট্রাক ছিলো। কিছুদির যাওয়ার পর তারা এতে দেখে বন্যার লাশ পড়ে আছে। আর যে মোটরসাইকেলে বন্যা যাচ্ছিলো সেটা আবার ফিরে যায়।

নিহতের পিতা জাহাঙ্গীর হোসেন দাবী করেন, বিয়ের পর থেকেই তার মেয়ের শশুর বাড়ির লোকজন তার উপর নির্যাতন করত। দুই দিন আগেও তাদের নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বন্যা। আমরা মনে করছি তাকে এখানে এনে ট্রাকের নিচে ফেলে হত্যা করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, প্রাথমিক ভাবে সড়ক দুর্ঘটনা মনে হলেও আমরা লাশের ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছি। রিপোর্ট এলে আর তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ সঠিক ভাবে বলা যাবে।

শৈলকুপায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার গাবলা নামক স্থানে ট্রাক চাকায় পিষ্ট হয়ে শাহিনা খাতুন (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শৈলকুপা উপজেলার গাবলা গ্রামের ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিনা বেগম শহরের আরাপপুর এলাকার আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে শাহিনা বেগম নামের এক নারী ঝিনাইদহ শহর থেকে বাবার বাড়ি শৈলকুপা উপজেলার বড়দাহ গ্রামে যাচ্ছিলো পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাবলা নামক স্থানে পৌঁছালে একটি

ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শাহিনা বেগম। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় শিকারী বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকুপায় ট্রাক চাপায় স্কুল ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক চাপায় জিসান (১৭) নামের মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার বড়দাহ এলাকায় এ দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত স্কুল ছাত্র জিসান উপজেলার বড়দাহ গ্রামের মান্নান হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে জিসান গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতা জমা দিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলো। পথে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বড়দাহ মাদ্রাসা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় জিসান। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। জিসান গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

ঝিনাইদহের আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জন শিকারী বলেন, মরদেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে রাখা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকলে তাদের কাছে বুঝে দেওয়া হবে।

শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়কের উপরে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ।

সোমবার (১৯ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা আসাননগর এলাকায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতায় এ অভিযান চালানো হয়।

সড়ক বিভাগ জানায়, মহাসড়কের আসাননগরে মহাসড়কের জায়গা দখল করে পাকা স্থাপনা তৈরী করেছিলো স্থানীয় বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম। বারবার জানানোর পরও তিনি স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ করেন নি। যে কারণে সোমবার শৈলকুপার এসিল্যান্ড সিরাজুস সালেহীন’র নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। গুড়িয়ে দেওয়া হয় পাকা স্থাপনা।

সেসময় ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর, সার্ভেয়ার সোহেল রানাসহ শৈলকুপা থানার পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী প্রকৌশলী আহসান-উল-কবীর বলেন, মহাসড়কের জায়গা দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত পাকা স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। মহাসড়কের আশেপাশে যেকোনো অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বন্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বারবার সতর্ক করার পরও নির্মাণ কাজ বন্ধ না করায় আজকের এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহাসড়কের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবিষ্যতেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চলবে। আমরা সকলকে অনুরোধ করছি, মহাসড়কের জায়গা দখল করে কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করবেন না।

শৈলকুপায় ৩ বাড়িতে অজ্ঞান পার্টির হানা, নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামে অজ্ঞান পার্টি হানা দিয়ে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

বুধবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। তারা ৩ টি বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের গফুর মোল্লা জানান, গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তার পরিবারের সদস্যরা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সকালে জ্ঞান ফিরলে তারা ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান এবং মূল্যবান সামগ্রী খোয়া যাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন।

তিনি বলেন, দুর্বৃত্তরা বাড়ির সদস্যদের অজ্ঞান করে বাড়ি থেকে নগদ ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা, ৯ ভরি স্বর্ণের গহনা, জমির দলিল ও ব্যাংকের চেকবই লুট করে নিয়ে গেছে। একই ভাবে প্রতিবেশী মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতেও হামলা চালায় তারা। এ সময় সেখান থেকে ১ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ২ ভরি রুপার গহনা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এছাড়াও প্রতিবেশী আরও একজনের বাড়ি থেকে ২ ভরি স্বর্ণের গহনা ও নগদ টাকা লুট হয়েছে বলে জানা গেছে।

শৈলকুপার ভাটই থানার এ এস আই রবিউল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে আমরা গিয়েছিলাম এবং তদন্ত চলছে। এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য অভিযান চলছে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগেও শৈলকুপায় একই ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোনো অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসী দ্রুত বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

শৈলকুপায় জমি দখলের অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতায় হিন্দু পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাধুখালী গ্রামে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করা জায়গা থেকে উচ্ছেদের শঙ্কায় রয়েছেন গ্রামের একমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের অরুণ বিশ্বাসের পরিবার।

অরুণ বিশ্বাস বলেন, “এখনো বাপ-দাদার ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে আছি। গ্রামের অন্য হিন্দু পরিবারগুলো চলে গেলেও মায়ার টানে আমরা এখনও পড়ে আছি এখানে। কিন্তু এখন যে নির্যাতন শুরু হয়েছে, তাতে আর বেশিদিন টিকতে পারবো বলে মনে হয় না।”

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাধুখালী গ্রামের বাসিন্দা অরুণ বিশ্বাস তার পৈতৃক ২৭ শতক জমিতে বহু প্রজন্ম ধরে বসবাস করছেন। তবে ওই জমি নিয়ে ১৯৮৫ সালে তার প্রতিবেশী আব্দুস সাত্তার মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা করেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ১৯৯০ সালে আদালত আব্দুস সাত্তারের দলিল বাতিল ঘোষণা করেন। এরপর ২০১১ সালে অরুণ বিশ্বাস আদালতে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন, যার রায়ে ২০২১ সালে আদালত আব্দুস সাত্তারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

তবে অভিযোগ রয়েছে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও গত শুক্রবার সকালে আব্দুস সাত্তার ও তার লোকজন ওই জমিতে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করতে গেলে বাধা দেয় অরুণ বিশ্বাসের চার ছেলে। এ সময় সাত্তার গং তাদের হুমকি-ধমকি দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং এক পর্যায়ে একটি ছোট ঘর নির্মাণ করে চলে যায়।

প্রবীণ প্রতিবেশী আব্দুল কাদের বলেন, “আমি গত ৭০ বছর ধরে দেখছি, এই জমিতে অরুণ বিশ্বাস ও তার পূর্বপুরুষেরা বসবাস করে আসছেন। জোর করে দখলের চেষ্টা করা অত্যন্ত দুঃখজনক।”

এ বিষয়ে অরুণ বিশ্বাসের ছেলে পল্লী চিকিৎসক অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, “আমরা নিজের জায়গায় ঘর তুলতে পারছি না। আদালতের রায় থাকার পরও তারা আমাদের নির্যাতন করছে। বাধ্য হয়ে বাবা-মা এখন গোয়ালঘরে থাকছেন।”

এদিকে অভিযুক্ত আব্দুস সাত্তারের ছেলে রেজাউল ইসলাম দাবি করেন, “এই জমির বৈধ কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমরা এই জমির মালিক।” তবে এ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খান বলেন, “এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি” লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় লিচু গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকে মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের রতিডাঙ্গা গ্রামে লিচু পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে সাঈদ হোসেন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাঈদ হোসেন রতিডাঙ্গা গ্রামের মৃত সাফাই মোল্লার ছেলে।

স্থানীয় ও স্বজনরা জানায়, সকালে শ্রমিক সাঈদ হোসেনকে একই গ্রামের জাহিদ বিশ্বাস তার গাছ থেকে লিচু পাড়তে ডেকে নিয়ে যায়। গাছে উঠলে অসাবধানতাবশত গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, গাছ থেকে পড়ে একজনের মৃত্যুর ঘটনা শুনেছি। মরদেহ এখনো কুষ্টিয়াতে রয়েছে।